সংবাদ

তারিখ ... 10 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৫

নীতিমালা ছাড়াই পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে

বাকী বিল্লাহ

পদোন্নতি নীতিমালা ছাড়াই ১০ বছর ধরে চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এ নিয়ে শিক্ষক, ডাক্তার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। শিক্ষকদের দাবি শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা স্পষ্ট হওয়া উচিত। পেছনের দরজা দিয়ে পছন্দের লোক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই শিক্ষক, ডাক্তার ও কর্মকর্তারা পদোন্নতি চান। কিন্তু রহস্যজনক কারণে গত ১০ বছর ধরে পদোন্নতি নীতিমালা নিয়ে কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করছে। মেডিকেল ভার্সিটির শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯৯৮ সালে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত পদোন্নতি নিয়ে স্পষ্ট কোন নীতিমালা চালু করা হয়নি। অনেক শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। আবার কাউকে ৬০ বছর শেষ হওয়ার আগে মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। এসব নিয়মের প্রতিবাদ করছেন অনেক শিক্ষক। তাদের দাবি স্পষ্ট নিয়মনীতি থাকা উচিত। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতি চালু হলে চিকিৎসার মান বাড়বে। ৬৫ বছরে শিক্ষকের অবসরে যাওয়ার নিয়ম থাকলেও সেক্ষেত্রে কোন শিক্ষক ইচ্ছা করলে ৬০/৬২ বছর বয়সে যেতে পারেন। অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নেয়া শিক্ষকদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার নতুন করে নিয়োগ দেয়া উচিত নয়। এছাড়াও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষকদের থেকে ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগ দেয়া উচিত বলে অনেক শিক্ষক জানান। বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিয়োগে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে

পদোন্নতি : পৃঃ ১১ কঃ ২

পদোন্নতি : মেডিকেলে

পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দেয়ার নিয়ম চালু করলে ভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা, চিকিৎসা ও গবেষণার মান আরও উন্নত হবে বলে চিকিৎসকদের অভিমত।

সূত্র মতে, শিক্ষকদের যোগ্যতা, স্নাতকোত্তর বা এফসিপিএস ও নির্দিষ্ট পাবলিকেশন ও সিনিয়রিটি থাকলে নিয়ম অনুযায়ী পদোন্নতি দেয়া উচিত। অভিযোগ রয়েছে- জুনিয়র শিক্ষককে দলীয় বিবেচনায় পেছনের দরজা দিয়ে স্থায়ী পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এ কারণে অনেক সিনিয়র শিক্ষক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান, ভার্সিটির নিয়ম অনুযায়ী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্য পদে নিয়োগে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। সিলেকশন কমিটি যোগ্যতার ভিত্তিতে যে সুপারিশ করবে, তার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। শুধু সিনিয়র হলে হবে না, মেধা ও যোগ্যতা থাকতে হবে। আর দলীয়ভাবে কেউ কিছু করলে সেটা আলাদা। তবে বর্তমানে অনিয়মের সুযোগ নেই বলে ওই কর্মকর্তা দাবি করেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি

সূত্র জানায়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনসহ বিভিন্ন অনুষদে প্রায় ৬শ' মেডিকেল অফিসার, দেড়শ' কর্মকর্তা ও ১ হাজার কর্মচারী রয়েছেন। গত ১০ বছর ধরে তাদের পদোন্নতি হচ্ছে না। এ পদোন্নতি নিয়ে বছরের পর বছর পদোন্নতি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বৈঠক করে, আলোচনা হয় কিন্তু নীতিমালা আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। আদৌ দেখবে কি না এ নিয়ে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মকর্তাদের দাবি, বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পদোন্নতি নীতিমালা না হলে আবারও দলীয় সরকারের আমলে দলবাজ কর্মকর্তাদের পেছনের দরজা দিয়ে নিয়োগ দেয়া হবে। কাজের যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হলে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগীরা উপকৃত হবে।